4th Semester (Honours)

Paper– CC10 (পাশ্চাত্য জ্ঞানতত্ত্ব এবং অধিবিদ্যা)

Structure— বাচনিক জ্ঞানের তৃতীয় শর্ত সবল এবং দুর্বল অর্থে জ্ঞান

Subject— দর্শন

Teacher's name— পল্লবী মিশ্র

রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয়

বাচনিক জ্ঞানের তৃতীয় শর্ত

যদি S নামক ব্যক্তি জানে যে P (সত্য), তাহলে P-কে বিশ্বাস করার কোনো উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ S এর কাছে থাকতে হবে। জানার যে বিষয়, তার যে কথন—তাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে উপযুক্ত যুক্তি, সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকা প্রয়োজন। 'মঙ্গলগ্রহে জীব আছে'—এমন উক্তি যখন আমি করি তখন আমার ঐ বিশ্বাসের সমর্থনে আমি প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে সমর্থ নই। সুতরাং উক্তিটি জ্ঞানপদবাচ্য নয়।

এখন প্রশ্ন বিশ্বাসের সমর্থনে কি পরিমাণ যুক্তি বা প্রমাণাদি থাকলে তা জ্ঞানে উন্নীত হবে? অর্থাৎ কি পরিমাণ প্রমাণ, তথ্যাদি কে বিশ্বাসের সমর্থনের জন্য পর্যাপ্ত বলা যাবে? সংশয়বাদীগণ পর্যাপ্ত প্রমাণ বলতে 'সম্পূর্ণ' বা পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ বোঝাতে চেয়েছেন। সংশয়বাদীরা যুক্তি প্রমাণাদিকে চূড়ান্ত অর্থে গ্রহণ করে বলেন — চূড়ান্ত সংশয়ান্ত কোনো জ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রাপ্ত তথ্যাদি পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কারণ যুক্তি, প্রমাণ, তথ্যের 'শেষ' বলে কিছু বাস্তবে কিছু নেই। চূড়ান্ত অর্থে সত্যজ্ঞান বলতে সবল অর্থে জানাকেই বোঝায়। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কোন জ্ঞানের সমর্থনে মোটামুটিভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা গেলেই সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা গেলেই তাকে আমরা দুর্বল অর্থে সত্যজ্ঞানরূপে গণ্য করি। সহজ কথায়, 'জানা' বলতে আমরা সাধারণত দুর্বল অর্থে জানাকেই বুঝি।

সবল এবং দুর্বল অর্থে জানা

জানার তিনটি শর্ত পূরণ হলে আমরা সাধারণত: বলি আমরা 'জেনেছি'। তিনটি শর্ত হল —

① জানার বিষয় যে বচন তাকে সত্য হতে হবে।

② বচনটির সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস থাকতে হবে।

③ বিশ্বাসের সমর্থনে যুক্তি প্রমাণাদি থাকতে হবে।

এই অর্থে 'জানা' শব্দটিকে গ্রহণ করে আমরা বলি যে 'আমরা জানি যে বরফের রং সাদা', 'আমরা জানি যে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে এবং পশ্চিমদিকে অস্ত যায়', ইত্যাদি। কিন্তু সংশয়বাদী দার্শনিকেরা আমাদের এই প্রকার জানাকে সঠিক অর্থে জানা বলে স্বীকার করেন না। 'জানার' তৃতীয় শর্তটিকে দুইভাবে গ্রহণ করে 'জানা' ক্রিয়াপদটির দুইটি অর্থ উল্লেখ করেছেন — 'দুর্বল অর্থে জানা' এবং 'সবল অর্থে জানা'।

যদি বিশ্বাসের সমর্থনে কিছু সংখ্যক সাক্ষ্য-প্রমাণকে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণরূপে গ্রহণ করে বলা হয় জেনেছি তাহলে তা হবে দুর্বল অর্থে জানা। আর যদি বিশ্বাসের সমর্থনে কিছু সংখ্যক সাক্ষ্য-প্রমাণকে পর্যাপ্তরূপে গ্রহণ না করে দুরন্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের অনুসন্ধান করা হয়, তা-হলে সেই জানা হবে 'সবল অর্থে জানা'।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং বিজ্ঞানে আমরা সাধারণত: দুর্বল অর্থেই 'জানা' শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকি। বিশ্বাসের সত্যতা প্রসঙ্গে যথেষ্ট যুক্তি থাকলে তাদের

জোরালো যুক্তিরূপে গন্য করতে পারি এবং বলতে পারি এবং বলতে পারি 'জেনেছি' বা 'জানি। যেমন- নীচের ঘরে বসে আমি এখন বলতে পারি, 'আমি জানি যে ওপরে আমার পড়ার ঘরে একটা টেবিল আছে'। আমার এই জানাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি বলতে পারি যে, জ্ঞানের তিনটি প্রয়োজনীয় শর্তই এখানে পূরন করা হয়েছে। যাকে জানি বলে দাবী করছি ('ওপরে আমার পড়ার ঘরে একটা টেবিল আছে'- এই বচনটি) তা সত্য। আমি বিশ্বাস করি যে ঐ ঘরে বাস্তবিকই একটা টেবিল আছে। আমার বিশ্বাসের সমর্থনে জোরালো যুক্তি বা সাক্ষ্য-প্রমানও আমার আছে- 'দীর্ঘদিন ধরে টেবিলটিকে আমি পড়ার ঘরে দেখে আসছি', 'দু-মিনিট আগেও টেবিলটিকে আমি ঐ ঘরে দেখে নীচে নেমেছি'- ইত্যাদি। এইসব সাক্ষ্য প্রমানের উপর ভিত্তি করেই আমার দাবী হলো, 'আমি জানি যে ওপরে আমার পড়ার ঘরে আমার একটা টেবিল আছে

কিন্তু সংশয়বাদী দার্শনিকেরা

উপরের দৃষ্টান্তটিকে একটি 'দৃঢ় বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত' বললেও জ্ঞানের দৃষ্টান্ত বলেন না, কেননা তা সবল অর্থে জানা নয়। সংশয়বাদীদের মতে দুর্বল অর্থে জানা একটি দৃঢ় বিশ্বাসমাত্র। সবল অর্থে জানাই হলো সঠিক অর্থে 'জানা'। সংশয়বাদীদের মতে তথ্য সংশয়াতীত বা জগৎ সংশয়াতীত কোনো বিশ্বাসের স্বপক্ষেই চূড়ান্ত সাক্ষ্য-প্রমান সংগ্রহ করা যায় না। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমানের আমাদের অগোচরে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাকে কখনোই বাতিল করা যায় না। উক্ত দৃষ্টান্তটিতে বলা যায় 'ওপরে আমার পড়ার ঘরে একটি টেবিল আছে' এই বিশ্বাসটির সমর্থনে আমি কিছু সাক্ষ্য-প্রমানের উল্লেখ করতে পারলেও

তা পূর্ণাঙ্গ নয়, নীচের ঘরে বসে যখন আমি টেবিলটিকে দেখতে পাচ্ছিনা তখন নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে না যে, 'ওপরে আমার পড়ার ঘরে একটা টেবিল আছে', এমন হতে পারে, আমি নীচে নামবার ঠিক পরেই টেবিলটিকে কেউ স্থানান্তরিত করেছে এবং এখন ওপরের ঘরে গেলে আমি টেবিলটিকে ঐ ঘরে দেখতে পাব না। সুতরাং আমার এই জ্ঞানটি হলো একটি দৃঢ় বিশ্বাস অর্থাৎ দুর্বল অর্থে জ্ঞান।

সংশয়বাদীদের মতে 'দুর্বল অর্থে জ্ঞান বলতে বোঝায় বিষয় সম্পর্কে এক নিশ্চয়তাবোধ যা এক মানসিক অবস্থামাত্র। অন্য ব্যাপারে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই দুর্বল অর্থে জ্ঞান যাদের সমর্থনে উপযুক্ত বা জোরালো যুক্তি থাকলেও সেসব পর্যাপ্ত বা চূড়ান্ত হতে পারে না। তবে দুইরকমের জ্ঞানের উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে সংশয়বাদীদের সংশয় প্রযোজ্য হয় না। অর্থাৎ সেখানে বলা যায় যে, 'সবল অর্থে জ্ঞান হয়েছে'। এই দুইরকমের জ্ঞান হলো—

① আত্মচেতনা বা আত্ম-অনুভূতিমূলক জ্ঞান হলো সবল অর্থে জ্ঞান। এই প্রকার জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণের জন্য কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই। যেমন— 'আমি অসুস্থবোধ করছি', 'আমি চিন্তা করছি'— এসব বচন বা জ্ঞানের সত্যতা স্বতঃসিদ্ধ।

(২) বিশ্লেষক বচনের সত্যতাও স্বতঃসিদ্ধ। বিশ্লেষক বচনের সত্যতা প্রমাণের জন্যও কোনো অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। বিশ্লেষক বচনের অর্থ বিশ্লেষণ করেই জানা যায় যে বচনটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সত্য অর্থাৎ সবল অর্থে সত্য। যেমন— 'বিড়াল হয় বিড়াল', 'লাল গোলাপ হয় লাল' ইত্যাদি বিশ্লেষক বচনের সত্যতা সম্পর্কে আমাদের কোনো সংশয় থাকে না।

এই দুইপ্রকার জ্ঞান ব্যতীত অন্য সকল আমাদের সমস্ত তথ্যবাচক 'জ্ঞান'ই হলো দুর্বল অর্থে জ্ঞান।

—•••—

নীচের উক্তিগুলির মধ্যে কোনটি সবল অর্থে জ্ঞান এবং কোনটি দুর্বল অর্থে জ্ঞান? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

(1) 'রাস্তাটি ঐ পাহাড়ের ওপারেও বিস্তৃত'।

— এখানে বলা যায় এইটি আমার বিশ্বাসমাত্র। পাহাড়ের এপাশ থেকে কেবল এপাশের রাস্তাই দেখা যায়, ওপাশের রাস্তা দেখা যায় না, কারণেই এমন কথা যখন কেউ বলে তখন তার জ্ঞানটি হবে দুর্বল অর্থে জ্ঞান, সবল অর্থে নয়। এমনও হতে পারে পাহাড়ের ওপারে একটি নদী আছে, কোনো রাস্তা নেই।

② 'আমার সামনের কাকটি কালো।'

উক্ত বাক্যটিকেও সংশয় করা যায়। এমন হতে পারে আমার সামনের কাকটি কালো নয়, ধূসর—আমার দৃষ্টি-দুর্বলতার জন্য ধূসরকে কালো দেখছি। এমনও হতে পারে আমার সামনের পাখিটি কাক নয় কোকিল। কাজেই, এখানে বাক্যটি হলো দুর্বল অর্থে জানা, সবল অর্থে জানা নয়।

③ 'সব কাক কালো।'

উক্ত বাক্যটি একটি বিশ্বাসমাত্র। বিশ্বাসটির সমর্থনে অতীত সমর্থক দৃষ্টান্ত থাকলেও অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত যত কাক দেখেছি সে-সব কালো হলেও পরবর্তী কাকটি (যাকে কখনো আমি দেখিনি) যে কালো হবেই এমন নিশ্চয়তাবোধ আমার হতে পারে না। আসলে তথ্যবাচক সার্বিক কোনো জ্ঞানের চূড়ান্ত যাচাইকরণ হতে পারে না। সুতরাং এখানে বাক্যটি হল দুর্বল অর্থে জানা, সবল অর্থে জানা নয়।

④ 'আজ সকালে তুমি জলখাবার খেয়েছিলে।'

উক্ত বাক্যটি দুর্বল অর্থে জানা, সবল অর্থে জানা নয়। অতীতের কোনো ঘটনাকেই চূড়ান্তভাবে যাচাই করা যায়না। আমার সম্পর্কে এমন কথা যদি কেউ বলে তাহলে সেটি হবে তার একটি বিশ্বাসমাত্র অর্থাৎ দুর্বল অর্থে জানা। এমন হতে পারে সে অন্য কাউকে জলখাবার খেতে দেখেছে এবং তাকে 'আমি' বলে ভুল করেছে।

(5) 'তুমি গতকাল কীটনাশক বড়ি দিয়ে মধ্যাহ্ন-আহার করোনি'

এখানে জ্ঞানটি সবল অর্থে জ্ঞান, দুর্বল অর্থে নয়। কীটনাশক বড়ি হলো প্রাণঘাতক বিষ এক- তা বেশী পরিমাণে উদরস্থ করলে মৃত্যু অনিবার্য। তাহলে 'প্রাণঘাতী বিষ বেশী পরিমাণে আহার করলে প্রাণনাশ হয়' কথাটি একটি বিশ্লেষক কথন যা মিথ্যা হতে পারে না। আমি যদি গতকাল ঐ পরিমাণ বিষ খেয়ে থাকি তাহলে আজ বেঁচে থাকতে পারি না। কিন্তু আমি আজ বেঁচে আছি। সুতরাং সবলভাবে বোঝা গেলো আমি গতকাল কীটনাশক বড়ি দিয়ে মধ্যাহ্ন-আহার করিনি।

(6) 'পৃথিবীটা (মোটামুটিভাবে) গোলাকার'

উক্ত জ্ঞানটি দুর্বল অর্থে জানা। সবল অর্থে জানা নয়। একথা ঠিক যে এই জ্ঞানের সমর্থনে একাধিক যুক্তি, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে। কিন্তু ঐ সব যুক্তি বা তথ্য পর্যাপ্ত নয় অর্থাৎ তারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করতে পারে না যে কথাটি সত্য। 'পৃথিবী চ্যাপ্টা' এটা যেমন একদিন মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যা আজ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, 'পৃথিবীটা গোলাকার' এটা তেমনি আজকের মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে যা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

⑦ 'দুই আর দুই হয় চার'

এটি সবল অর্থে জ্ঞান, দুর্বল অর্থে জ্ঞান নয়। বচনটি একটি গানিতিক বচন। গানিতিক বচনে তথ্যসংক্রান্ত কিছুই বলা হয়না, কেবল গানিতিক প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ করা হয়। এখানে উদ্দেশ্যের অন্তর্গত 'দুই + দুই' এবং বিধেয়ের অন্তর্গত 'চার' প্রত্যয়দুটি সমার্থক।

অর্থাৎই বচনটি একটি বিশ্লেষক বচন এবং অনিবার্যভাবে সত্য।

⑧ 'তুমি তোমার বাবা-মা এর চেয়ে বয়সে ছোট।'

উক্ত জ্ঞানটি সবল অর্থে জ্ঞান, দুর্বল অর্থে নয়। জন্মদাতার (বাবা) ও জন্মদাত্রীর (মা) সঙ্গে সন্তানের পূর্বাপর সম্বন্ধ রয়েছে অর্থাৎ কালের দিক থেকে বাবা ও মা আগে, সন্তান পরে। অনিবার্য নিয়মে তাই সন্তানের বয়স বা-মায়ের থেকে কম হবে।